চুয়াডাঙ্গায় ড্রাইভিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গায় বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা উদ্যোগে ড্রাইভিং ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেল তিনটার সময় চুয়াডাঙ্গায় শহরের একাডেমি মোড় সারা ভবনে বহুমুখী মানব কল্যান সংস্থার কার্যালয়ে সার্টিফিকেট বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

সমাজ সেবা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পরিচালক শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাফুজুর রহমান মঞ্জু। এ সময় তিনি বলেন, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপ নিয়েছে। আগামী ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা বন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নে প্রত্যেক নাগরিককে স্মার্ট নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বহুমুখী প্রশিক্ষণ চালু করেছেন। সেইসাথে একজন নাগরিককে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বর্তমান সরকার ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী চেয়ারম্যান সিনিয়র সাংবাদিক আহমেদ পিপুল বলেন, বাংলাদেশের সকল স্তরের নাগরিক যাতে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারে তারই ক্ষুদ্র প্রয়াস আমরা নিয়েছিলাম। আমরা মনে করি বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে দেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে আমরা সঠিক এবং নিয়মতান্ত্রিক মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিতে সফল হয়েছি । আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারীদেরকে কিভাবে প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে এসে তাদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলা যায়। সেই নারীদেরকে দক্ষ করে গড়ে তোলার যে প্রচেষ্টা তা আমরা শতভাগ সফল হয়েছি। পুরো প্রশিক্ষণ জুড়ে আমরা ৪৫ শতাংশ নারীকে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছি।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহযোগী অধ্যাপক ডা. সাইফুল্লাহ রাসেল, চুয়াডাঙ্গা

সমাজ সেবা কার্যালয়ে উপ-পরিচালক সিদ্দিকা সোহেলী রশিদ ও সহকারী পরিচালক আবু তালেবসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সাংবাদিক বিপুল আশরাফ।

চুয়াডাঙ্গা বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা থেকে কম্পিউটার পরিক্ষায় উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণপ্রার্থীদের মধ্যে থেকে তুহিন ও সুরাইয়া অভিব্যক্তি করেন বলেন, অত্যান্ত সুন্দর পরিবেশে এখানে কম্পিউটার ও ড্রাইভিং শেখানো হয়। আমরা এখান থেকে কম্পিউটার শিখে অনেকে অনলাইন ব্যবসা করছি এবং কেউ চাকুরী করছি।

দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্হার উন্নয়ন” প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং বহুমুখী মানব কল্যাণ সংস্থা।কম্পিউটার প্রশিক্ষণে ২ টি ব্যাজে ৬০ জন ও ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে ৩টি ব্যাজে ৯০ জন শিক্ষার্থীদের হাতে সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় মাটি কাটার অপরাধে ইউপি সদস্যকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় অবৈধভাবে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রয়ের অভিযোগে ইউপি সদস্যকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ সোমবার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে, উপজেলার কুমারী ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য শরিফুল ইসলাম। দীর্ঘদিন যাবৎ কুমারী গ্রাম এলাকা থেকে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে ইটভাটায় বিক্রি করছে। ইটভাটায় মাটি পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ট্রাক্টর। এতে ট্রাক্টরে পরিবহনে সড়কে কাঁদামাটি পড়ে জনসাধারণ দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এসময় মাটি ব্যবস্থাপনা আইনে কুমারী ইউপি সদস্য শরিফুল ইসলামকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

চুয়াডাঙ্গা সড়াবাড়ীয়া গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে মাদ্রাসা ছাত্রীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সড়াবাড়ীয়া গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে মাদ্রাসা ছাত্রী মালিহা খাতুন (৮) মারা গেছে। মৃত মালিহা খাতুন সাড়াবাড়ীয়া গ্রামের মিজানুর রহমানের মেয়ে এবং ওই গ্রামের কাওমি মাদ্রাসার দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, আজ সোমবার (১ এপ্রিল) সকাল ৯টার দিকে সড়াবাড়ীয়া গ্রামের রেজাউল ইসলামের পুকুরের ধারে সহপাঠীদের সঙ্গে খেলা করছিল। সকলের অলক্ষে সে পুকুরের পানিতে পড়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না। এ দিন বেলা ১১টার দিকে স্থানীয় লোকজন মৃত অবস্থায় পুকুরের পানিতে লাশ ভাসতে দেখে। এ সময় তারা লাশটি উদ্ধার করে।

এ ব্যাপারে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা বলেন, মেয়েটি পুকুরের ধারে খেলছিলো। খেলতে খেলতে পুকুরের ভিতর পড়ে গিয়ে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় দর্শনা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু করা হয়েছে।

দামুড়হুদার নতিপোতা আদালতের আদেশ অমান্য করে জোর পূর্বক ঘর নির্মান

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতার ইউনিয়নের কালিয়া বকরি গ্রামে বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অমান্য করে জোর পূর্বক ঘর নির্মানের অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, কালিয়া বকরি গ্রামে সহিরদ্দী মন্ডলের ছেলে আজিমুদ্দীনের শরিকানা জমি জোর পূর্বক একই গ্রামের ক্ষুদার্ত বক্সের ছেলে হারুন জোর করে দখল করে ঘর নির্মান করছে। হারুনের শরিকানা জমি ৪১ নং রুদ্রপুর মজার ২৬৭০ দাগে হলেও তিনি ২৬৭১ দাগে ১৪৩ নং খতিয়ানে আজিমুদ্দীনের ২ শতক ভিটা জমি দখল করে ঘর নির্মান করছে।আজিমুদ্দীনের ভাই মজিবার জানান আমার ভাই বাইরে থাকে সে তার অংশের জমি ফেলে রেখেছে এ সুযোগে হারুন জমিটি জোর করে দখলে নিয়ে ঘর করছে।

এ ঘটনায় আজিমুদ্দীনর স্ত্রী ছালমা খাতুন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে মামলা করেন। যার পিটিশন নং ২৮৩/২৩। বিজ্ঞ আদালত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উভয় পক্ষকে নালিশি জমিতে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা আদেশ প্রদান করলে হারুন গং জোর পূর্বক জমিটি দখলে নিয়ে ঘর নির্মান করছে। এতে করে জমি টকে কেন্দ্র করে যে কোন মূর্হুতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হতে পারে। মজিবার জানান হারুন সহ তার ছেলে আমাদের হুমকি দিচ্ছে। আমরা চরম আতংকে দিন পার করছি। তারা যেকোন মূর্হতে আমাদের বড় ক্ষতি করতে পারে।

এ বিষয়ে হারুনের সাথে কথা বললে তিনি হুমকির বিষযটা অস্বীকার করেন। বিজ্ঞ আদালতের আদেশ অমান্য করে ঘর নির্মান করায় তদন্ত সাপেক্ষে হারুনের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত ব্যাবস্থা নিতে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপারের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

আলমডাঙ্গায় প্রকাশ্যে ইটভাটা পুড়ছে বনজ কাঠ, প্রশাসন নির্বিকার

আইনের তোয়াক্কা না করে আলমডাঙ্গার ইটভাটাগুলোতে অবাধে কাঠ ও লাকড়ি পোড়ানো হচ্ছে। সামাজিক বনায়নের গাছ কেটে এসব কাঠ সংগ্রহ করায় হুমকির মুখে পড়ছে পরিবেশ। এর মধ্যে অধিকাংশ ইটভাটারই লাইসেন্স নেই। এসব ইটভাটার বিরুদ্ধে প্রশাসনের তেমন তৎপরতাও নেই। এছাড়াও ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুকুর খননের নামে মাটি কেটে এসব অবৈধ ভাটায় মাটি পরিবহন করা হচ্ছে। এতে কোটি কোটি টাকার নির্মিত সরকারি রাস্তা গুলো ভেঙে গর্তে পরিণত হয়েছে। ধুলোবালিতে সড়কগুলো পাশের বসতবাড়িতে রং পরিবর্তন হয়ে হলচে ধারণ করছে। এসব অবৈধ ইটভাটায় দীর্ঘদিন কাঠ ও লাকড়ি পোড়ানো হলেও কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসন নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামস্থ প্রধান সড়কের পাশে জাবর ও চান্দালীর ইটভাটা রয়েছে। এছাড়া কুমারী ইউনিয়নের গেটবন্ডবিল এলাকায় বাবু মুন্সিরও ইট ভাটা রয়েছে। এই তিনটি ইটভাটা বছরের পর বছর প্রকাশ্যে কাঠ ও লাকড়ি পোড়ালেও পরিবেশ অধিদপ্তর নিরব ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা প্রশাসনও এসব ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো হলেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

এবিষয়ে ফরিদপুর গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুকে তারা অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এসব ইটভাটা গুলো ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবৈধ ট্রাক্টরে শত শত গাড়ি মাটি পরিবহন করে। এতে সড়কে কাদামাটিতে রাস্তায় যাতায়াতে অনুপযোগী হয়ে পড়ে। গাড়ি চলাচলে অনেকে দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়।

বাড়াদি গ্রামের আব্দুল জব্বার জানান, গেটবন্ডবিল এলাকার বাবু মুন্সীর ইটভাটার অত্যাচারে অতিষ্ট পথচারীরা। একদিকে অবৈধ ট্রাক্টরের উৎপাত। অন্য দিকে কাঠ পোড়ানো দুর্গন্ধ বাতাসে শ্বাস নেওয়াও কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে। সড়কে পড়ে থাকা কাঁদামাটি হালকা বৃষ্টিতে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। উপজেলা প্রশাসনকে একাধিকবার

মৌখিক অভিযোগ করলেও কোন সুরাহ মেলেনি।

আলমডাঙ্গায় অবৈধ ব্যাটারি চালিত ভ্যানে পৌর শহরে তীব্র যানজট ; ভোগান্তি

রমজান মাসকে ঘিরে আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বেড়েছে খুচরা ক্রেতা- বিক্রেতা ও অবৈধ যানবাহনের আনাগোনা। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কাপড়, কসমেটিকস ও জুতা স্যান্ডেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দোকান পাট খোলা রয়েছে। সে কারণে শহরের তিন কিলোমিটার সড়ক জুড়ে যানজটের ভোগান্তিতে পড়েছে স্থানীয় লোকজন। তবে সড়ক সংকুচিত ও অবৈধ ব্যাটারি চালিত ভ্যান গাড়ির অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলাচলকে দায়ি করছেন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, পৌর শহরের হাইরোড সহ বিভিন্ন এলাকার সড়কগুলো সরু। সাধারণ মানুষের জন্য পানি নিষ্কাশনের ড্রেনগুলো ফুটপথ হিসেবে ব্যবহার করেন। অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা তাদের দোকানের সামনের অংশ ব্যবহার করছেন। একারণে ক্রেতারা তাদের গাড়ি সড়কের পাশেই দাঁড় করিয়ে কেনাকাটা করেন। এতে ফুটপথ ব্যবহারকারীদের চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, পৌর শহরের মোড়ে মোড়ে অবৈধ ব্যাটারি চালিত ভ্যান গাড়ির অবৈধ স্টান্ড। এসব সড়কে মালবাহী ট্রাক কিংবা প্রাইভেট কার প্রবেশ করলেই দীর্ঘ যানজটে পরিণত হয়। সড়ক সংকুচিত হলেও প্রতিদিন বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আলতায়েবা মোড় থেকে চারতলা মোড় পর্যন্ত প্রায় ২০০ মিটার সড়কের দু’পাশে বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানি রিপ্রেজেন্টেটিভদের মোটরসাইকেলের লম্বা সারি। এছাড়া স্বাধীনতা স্তম্ভ হতে চারতলা মোড় পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার সড়কের পাশে ফুটপথ দখল করে চায়ের দোকান, মোটরসাইকেল গ্যারেজ, কনফেকশনারী ও ফাস্টফুড এবং সাইকেল ও ক্রোকারিজের দোকান মালিকেরা তার সামনের অংশ দখল করে রেখেছে। একই চিত্র মাছ বাজার, হলুদপট্টি, কাপড়পট্টি, হাজী মোড় হতে লালব্রীজ সড়ক। এছাড়া শহরের

তিনটি প্রবেশদ্বারে রয়েছে অবৈধ যানবাহন নসিমন-আলমসাধু, ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক ও ভ্যানগাড়ি। এক স্থানে তিন যানবাহনের স্টান্ড হওয়ায় বিভিন্ন সময় সড়কে যাতায়াতে মোটরসাইকেল আরোহী সড়ক দুর্ঘটনার সম্মূখিন হন।

সৈয়দ হাবিবুর রহমান নামের এক ব্যবসায়ী বলেন, বছরের পর বছর ধরে এই যানজটে জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। পৌরসভার উন্নয়ের আশা দিয়ে মেয়র নির্বাচিত হলেও পরে তাদের খোঁজখবর থাকে না। পৌরবাসীর ভাগ্য বদল হয় না। ব্যাটারি চালিত ভ্যান কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। এ শহর দিনের পর দিন আরো যানজটে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গায় দুর্ঘটনা কবলিত পিকআপ ভ্যান থেকে ৭৭০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গায় একটি দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপ ভ্যান থেকে ৭৭০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার সকালে শহরের সিএন্ডবি পাড়া থেকে পিকআপটি জব্দ করা হয়। তবে এসময় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা দিয়ে একটি ফেনসিডিলের চালান পাচার হবে। এমন তথ্য পেয়ে শহরের সিএন্ডবি পাড়ায় অভিযান চালায় সদর থানা পুলিশের এসআই মেফাউল হাসান। এসময় সন্দেহজনক একটি পিকআপ সড়কের পাশে দুর্ঘটনাকবলিত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরে ওই পিকআপটি জব্দ করে বিশেষ কায়দায় লুকানো ৭৭০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান জানান, এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

মহেশপুর-চৌগাছা সড়কে নসিমনের চাপায় চালকের মৃত্যু

নসিমনের নিচে পড়ে বিশারত আলী (৫৫) নামের এক চালকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে উপজেলার মহেশপুর-চৌগাছা সড়কের ফাসতলা নামক স্থানে এই ঘটনা ঘটে। বিশারত আলী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামের সিয়াম আলীর ছেলে।

জানা গেছে, বিশারত আলী বিছলি (ধানের খড়) কেনার জন্য চৌগাছায় যাচ্ছিলেন। ফাসতলা এলাকায় পৌছালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তার নসিমন রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে। এ সময় নসিমনের নিচে তিনি চাপা পড়েন। স্থানীয়রা উদ্ধার করে চৌগাছা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বর্তমানে লাশ চৌগাছা উপজেলা সরকারি মডেল হাসপাতাল থেকে এনে তার নিজগ্রাম হরিশ্চন্দ্রপুর কবরস্থানে দাফন কাজ শেষ করা হয়েছে চৌগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইকবাল বাহার ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

এই মৃত্যুর ঘটনায় এলাকার লোকজনের মাঝে শোকের ছায়া বিরাজ করছে। সচেতন মহল এই রূপ সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সড়ক বিভাগের উন্নয়ন মূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে ইফতার মাহফিল

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু’র উদ্যগে

সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৫টার সময় দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ প্রাঙ্গণে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ এর সভাপতিত্বে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো: আলী মুনছুর বাবু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, আওয়ামী লীগ নেতা সেলিম উদ্দিন বগা, ইসমাইল হোসেন, উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি হাজী আব্দুল কাদির, ইউপি সদস্য হাসান আলী, মতিয়ার রহমান, নূরুল ইসলাম, সুমন আলী, লিয়াকত আলী, উপজেলা ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু সহ সদর ইউনিয়নের সকল ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক প্রমূখ।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন দামুড়হুদা মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মামুনুর রশীদ।

চুয়াডাঙ্গায় গলায় ফাঁস দিয়ে গৃহবধূর আত্নহত্যা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের আড়িয়া গ্রামে স্বামীর উপর অভিমান কেও ছাবিনা (৩৫) গলায় ফাঁস দিয়ে আত্নহত্যা করেছে।

জানাযায় আজ শনিবার দুপুর ১ টার দিকে দর্শনা থানার ৬৩ নং আড়িয়া গ্রামে নিজ বাড়িতে আড়ার সাথে পারিবারিক কলহের জেরে গলাই ফাঁস দেয় গৃহবধূ সাবিনা। পরবর্তীতে পরিবারের লোকজন দেখতে পেয়ে তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ইমারজেন্সিতে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষার নিরীক্ষা শেষে তাকে মৃত ঘোষণা করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানা অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহা বলেন, এ

[illegible]